ঝিনাইদহে আব্দুল হাই এমপি’র ইফতার বিতরণ

ঝিনাইদহে আব্দুল হাই এমপি এর সৌজন্যে গরিব-দুঃখীর মাঝে জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সজীব হোসেন ইফতার বিতরণ করেন।
দেশে চলছে করোনা কালিন লকডাউন, তার মধ্যে ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি র্কোড,পৌরসভা, ঝিনাইদহ সদর থানা, পায়রা চত্তর, সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে অসহায়, দিনমজুর, কর্মহীন মানুষের মাঝে জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সজীব হোসেন ইফতার বিতরন ও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতনা করেন।
এছাড়াও তার এই মানবিকতা দেখে খুশি হন গরীব, অসহায়, দিনমজুর ও কর্মহীন রোজাদার ব্যক্তিরা, তার জন্যে সাফল্য কামনা করেন।

নাটোরে মহান মে দিবস পালিত

জাতীয়,দলীয় পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধুর প্রতকিৃতিতে পূষ্পর্ঘ অর্পন এবং দোয়ার মধ্যে দিয়ে নাটোরে মহান মে দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে শহরের কান্দিভিটাস্থ জেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যলয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সূচনা করেন। পরে তারা সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পূষ্পর্ঘ অর্পন ও দোয়া করেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সৈয়দ মুর্ত্তোজা আলী বাবলু,জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মঈনুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আব্দুর রহিম সহ দলীয় নেতা- কর্মিরা।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের ধান কেটে দিল তাঁতীলীগ

কঠোর বিধিনিষেধে শ্রমিক ও অর্থ সংকটের কারণে জমির পাকা ধান কাটতে পারছিলেন না কুষ্টিয়ার কয়েকজন কৃষক। ক্ষেতেই ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ সেখানে ছুটে যান।

জেলা তাঁতী লীগের ২০ জন নেতাকর্মী নিয়ে শুক্রবার সকালে ক্ষেতের ধান কেটে মাড়াই করে দেওয়া হয়।

হঠাৎ করেই তাঁতী লীগ নেতাকর্মীদের কৃষকের ক্ষেতের ধান কাটতে দেখে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন সচেতন মহলসহ স্থানীয়রা।

সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের কৃষক ফরজ আলীর দেড় বিঘা জমির ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনাকালীন সময়ে দলীয় নেতাকর্মীদের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তাঁতী লীগ। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় দল বেঁধে ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দিলাম।

কৃষক ফরজ আলী জানান, নিজের দেড় বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটাবো কিন্তু সে অবস্থা আমার ছিলো না। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে সংসার আমার। কষ্ট করে ধানের আবাদ করেছি। যাতে করে সারা বছর এ ধান থেকে চাল করে ভাত খেতে পারি। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারনে ধান কাটতে পারিনি। আজকে তাঁতী লীগের নেতাকর্মীরা আমার জমির ধান কেটে দেওয়ায় আমি ভীষণ খুশী।

এসময় জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুল ইসলাম বকুল, উপ-দপ্তর সম্পাদক হাশেম আলী খান, সদস্য হেলাল উদ্দিন, মিরপুর উপজেলা তাঁতী লীগের সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল আলীসহ বিভিন্ন পযার্য়ের নেতাকর্মীরা এ ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের ইফতার বিতরণ অব্যাহত

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগ রমজানের ১৭তম দিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি প্রিয় আল নাহিয়ান খান জয়ের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ শহরে প্রতিদিনের ন্যায় জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সুরুজ আলী’র ইফতার বিতরণ করেন, গরীব অসহায় রোজাদার মানুষের মাঝে।

দেশে চলছে করোনা কালীন লকডাউন, তার মধ্যে ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি র্কোড, পৌরসভা, ঝিনাইদহ সদর থানা, পায়রা চত্তরসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে অসহায়, দিনমজুর, কর্মহীন মানুষের মাঝে জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরুজ আলী বিশ্বাস ইফতার বিতরণ ও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতনা করেন।

এছাড়াও তার এই মানবিকতা দেখে খুশি হন গরীব, অসহায়, দিনমজুর ও কর্মহীন রোজাদার ব্যক্তিরা, তার জন্যে সাফল্য কামনা করেন।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা

জমিজুড়ে পাকা ধান। উঠবে ফসল। ভরবে গোলা। খুশি আর আনন্দে ভরে উঠবে মন। মেহেরপুর সদর উপজেলাধীন গোভীপুর গ্রামের কৃষক আনারুল ইসলামের দেড় বিঘা জমির ধান কেটে দিয়েছে জেলা যুবলীগ।

শুক্রবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেন এমপির দিক নির্দেশনায় কৃষকের ধান কেটে দিলেন জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কৃষকের ধান কাটায় অংশ গ্রহন করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিক কামাল পলাশ, সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম আনু, শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সাধারণ সম্পাদক তহিদুল ইসলামসহ নেতার্কমীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল এসময় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে অসহায় কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছি। চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দিক নির্দেশনায় মেহেরপুর যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা কৃষকের পাশে থেকে পাকা ধান ঘরে তুলতে সাহায্য করে চলেছে।

লকডাউনে মৌসুমের পাকা ধান ঘরে তোলা নিয়ে দেশের অনেক স্থানের কৃষকরা আর্থিক ও শ্রমিক সংকটে মধ্যে পড়েন। অন্যান্য বছরে ধান কাটা মৌসুমের শুরুতে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা আসলেও গত দুই বছর করোনার কারণে আসতে পারছে না। ফলে পাকা ধান ঘরে তুলতে নানা জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে চাষিরা।

মামুনুল আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল: জান্নাত

হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুল হকের ‘কথিত’ দ্বিতীয় স্ত্রী জান্নাত আরা ঝর্ণা বলেছেন, ‘মামুনুল হক দীর্ঘদিন ধরেই আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল। আমি রাষ্ট্রের কাছে সুষ্ঠু বিচার চাই।’

আজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানায় মামুনুলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করার পর জান্নাত আরা সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আমীর খসরু বলেন, সোনারগাঁয়ের রয়্যাল রিসোর্টে বাদীর সঙ্গে মামুনুল হক প্রতারণা করে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে সম্পর্ক করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলা নম্বর ৩০। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে করা মামলাটি তদন্ত করবেন সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম।

মামলা হওয়ার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জান্নাতকে নারায়ণগঞ্জ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে নিয়ে যায় সোনারগাঁ থানা-পুলিশ।

মামুনুল হক দ্বিতীয় স্ত্রী দাবি করলেও মামলায় জান্নাত নিজেকে মামুনুল হকের স্ত্রী বলেননি। জান্নাত আরা বলেছেন, ‘বিয়ের প্রলোভন ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মামুনুল হক আমার সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন। কিন্তু বিয়ের কথা বললে মামুনুল করছি, করব বলে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। ২০১৮ সাল থেকে ঘোরাঘুরির কথা বলে মামুনুল বিভিন্ন হোটেল, রিসোর্টে আমাকে নিয়ে যান।’

মামুনুলের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে জান্নাত বলেন, ‘২০০৫ সালে তাঁর স্বামী মাওলানা শহীদুল ইসলামের মাধ্যমে মামুনুল হকের সঙ্গে পরিচয় হয়। স্বামীর বন্ধু হওয়ায় আমাদের বাড়িতে মামুনুলের অবাধ যাতায়াত ছিল। মামুনুলের সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলাম। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের মধ্যে প্রবেশ করে মামুনুল হক শহীদুল ও আমার মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে থাকেন। মামুনুলের কারণে আমাদের দাম্পত্য জীবন চরমভাবে বিষিয়ে ওঠে। সাংসারিক এই টানাপোড়েনে একপর্যায়ে মামুনুলের পরামর্শে বিবাহবিচ্ছেদ হয়।’

ভারতে সব রেকর্ড ছাড়িয়ে একদিনে আক্রান্ত পৌনে ৪ লাখ মানুষ

ভারতে সব রেকর্ড ছাড়িয়ে একদিনে আক্রান্ত ৩৭৯৪৫৯
করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত ভারতে প্রতিদিনই নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুতে।

মোট মৃত্যু দুই লাখ ছাড়ানোর পর দিনই নতুন আক্রান্ত ও মৃত্যুতে রেকর্ড গড়ল দেশটি। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন রেকর্ড তিন হাজার ৬৪৭ জন। আর আক্রান্ত হয়েছেন তিন লাখ ৭৯ হাজার ৪৫৯ জন।

ভারতে করোনার ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড।

বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে মোট করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এক কোটি ৮৩ লাখ ৬৮৮ হাজার ৯৬৭ জন এবং মারা গেছেন দুই লাখ চার হাজার ৮১২ জন। আক্রান্তের দিক থেকে দেশটি বিশ্বে দ্বিতীয় ও মৃত্যুতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মাত্র এক সপ্তাহে ২০ লাখ নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। সারিবদ্ধ লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সই বলে দিচ্ছে ভারতের করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা।

কবরস্থান ও শ্মশানে সাদা গাড়ির বহর। হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেনের জন্য হাহাকার চলছে। সেই সঙ্গে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

ভারতীয়রা বলছেন, আমরা কেন ভয় পাব না বলতে পারেন। কী হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। অক্সিজেন নেই, হাসপাতালে বেড নেই, অ্যাম্বুলেন্সেই রোগী মারা যাচ্ছ। শ্মশানে চিতা জ্বালানোর মতো কাঠও নেই।

গেল কয়েকদিনের ধারাবাহিকতায় বুধবারও করোনায় ভারতে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে তিন লাখ ৬২ হাজার। এর মধ্যে শুধু মহারাষ্ট্রেই একদিনে মারা গেছে রেকর্ড এক হাজার মানুষ। আর তাই রাজ্যটিতে নতুন করে লকডাউনের মেয়াদ ১৫ দিন

বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

ভারতে আট দিন ধরে তিন লাখের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হচ্ছে। তার আগে ১৫ এপ্রিল থেকে দেশটিতে প্রতিদিন দুই লাখের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হচ্ছিল। আর নয় দিন ধরে ভারতে দুই হাজারের বেশি মানুষ করোনায় মারা যাচ্ছেন।

ভারতে কয়েক দিন ধরেই করোনা রোগী শনাক্তে বিশ্বরেকর্ড হচ্ছে। বিশ্বের কোনো দেশে একদিনে সর্বোচ্চসংখ্যক করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ডটি গত বৃহস্পতিবারের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের দখলে ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে গত জানুয়ারিতে একদিনে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৯৭ হাজার ৪৩০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছিল।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার উদ্যোগে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার হাসান চত্বরে মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সচেতনতা মূলক মাইক প্রচার করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে দশটার সময় বৈশ্বিক মহামারী করোনার দ্বিতীয় ধাপ মোকাবেলায় শহীদ হাসান চত্বরে দোকানপাট, শপিংমল, হাট বাজারে আসা ব্যক্তি এবং রাস্তায় চলাচলগামী সাধারণ জনতাকে করোনার ভয়াবহতা ও এর ক্রমবর্ধমান হারে বিস্তার রোধকল্পে সচেতনতা সহ হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাক্স ও মাইক প্রচার করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান বলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সার্কেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর নির্দেশনায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

তিনি আরোও বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল নির্দেশনা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহিরে বের হওয়া

যাবেনা এবং সকলকে মাস্ক পরিধান করতে অনুরোধ জানান।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৯০৮ জন। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৩৮ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২১ টি। এর মধ্যে ০২ টি পজিটিভ (গাংনী-১, মুজিবনগর-১)। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৫৮৩ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৯০৮ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৬ (সদরে- ১১, গাংনীতে- ১০, মুজিবনগর- ০৫) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৭৯৫ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- গাংনী উপজেলার মাইলমারির রেহেনা খাতুন (৬৩) ও মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়ার আফিরন (৫০)।

কুষ্টিয়ায় আ.লীগের দুই পক্ষের

সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের নেতা- কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে রাশেদুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তি হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

বুধবার সকালের দিকে উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘরমধুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এ সময় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফরিদ হোসেন, শালঘরমধুয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮) ও আতিয়া শেখের ছেলে রাশেদুল হক (৩৫)। আহত ব্যক্তিরা সবাই কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শালঘরমধুয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় আলী হোসেন ও তোফাজ্জেল হোসেন পক্ষের সঙ্গে জাফর ও লিটন পক্ষের বিরোধ চলছে। এলাকায় প্রভাব ও আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে ৪ এপ্রিল জাফরের সমর্থক আরিফ হোসেন তোফাজ্জেলের এলাকায় রোগী দেখতে যান। এ সময় চোর গুজব তুলে আরিফকে বেধড়ক মারধর করে প্রতিপক্ষরা।

এ নিয়ে দুই দিন পর ৬ এপ্রিল উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জাফর পক্ষের মুকুল ও তোফাজ্জেল পক্ষের ওয়াদুদ আহত হন। এ ছাড়া উভয় পক্ষের ১৫ থেকে ২০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা করে এবং আসামিরা জামিনে ছাড়া পান।

জামিন নিয়ে এসে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা চলছিল। আজ সকালে তোফাজ্জেল পক্ষের সমর্থকেরা জাফর পক্ষের ফারুক, রাশেদুলসহ অন্যদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের

লোকজন বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দীন বলেন, রাশেদুল হকের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, সেটা বের হয়নি। অস্ত্রোপচার করাতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। কী ধরনের গুলি, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘বুলেট না রাবের বুলেট সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।’

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিব হাসান বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এ নিয়ে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। সকালে হঠাৎ দুই পক্ষ ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

একজন গুলিবিদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সদস্যরা দুটি বিলের মধ্যে চলে যান। গুলিবিদ্ধ কীভাবে হলেন জানা নেই।